যদ্‌যেন ক্ষণোঽপি নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া অস্যায়ুস্তে বর্জয়িত্বা। তাবতৈব সর্ব্ব-সাফল্যাদিতিভাবঃ। ননুজীবনাদিকমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু তত্রাহ—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ৩৪ ॥

ঐ দৃশ্যমান্ সূর্য্য উদিত হইয়া এবং অস্তমিত হইয়া দেহাভিমানী জীব-মাত্রের পরমায়ু হরণ করিতেছেন; যেহেতু তাহাদের ঐ সময় অতিবাহিত হইতেছে বলিয়া যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন। যে জন ক্ষণকালও উত্তমশ্লোক প্রসঙ্গ অতিবাহিত করিতেছে, তাহার পরমায়ুটিকে বাদ দিয়া সকলেরই পরমায়ু হরণ করিতেছেন; যেহেতু অতটুকু লাভই তাহার সাফল্য বিধান করিতেছেন—ইহাই ঐ শ্লোকের অভিপ্রায়। যদি কেহ এবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই পরমায়ু লাভের ফল হউক না কেন?" তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া নাই? যদি কেহ বলেন—"তাহারা বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"কর্ম্মকারেরা ভস্ত্রাদি বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে না? যদি কেহ বলেন "তাহারা বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করে বটে, কিন্তু ভোজন মৈথুন করে না। তাহারই উত্তর বলিতেছেন—"গ্রাম্য অন্য পশুসকল কি ভোজন ও মৈথুন করে না?" ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৪ ॥

ন মেহন্তি ন মৈথুনং কুর্ব্বন্তি। তমপি নরাকারং পশুং মত্বাহ অপর ইতি। তদেবাহ—

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥ ৩৫ ॥

"ন মেহন্তি" মৈথুন কি করে না? অতএব সেই ভগবদ্ভক্তিহীন জনকে নরাকৃতিপশু মনে করিয়া অপর একটি শ্লোকে বলিতেছেন। তাহার নরাকৃতিপশুত্বই দেখাইতেছেন—যাহার কর্ণপথে কখনও গদাগ্রজ শ্রীভগ-বানের নাম প্রবেশ করে নাই—সেই পুরুষ কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী বরাহ ও কণ্টকভোজী উষ্ট্রতুল্য পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইলেও পশুতুল্য মনে করিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৫ ॥

শ্বাদিতুল্যৈস্তৎপরিকরৈ সম্যক্‌স্তুতোঽপ্যসৌ পুরুষঃপশুস্তেষামেবমধ্যে শ্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি মহা-পশুরেবেত্যর্থঃ। তস্যাঙ্গানি নিষ্ফলানীত্যাহ পঞ্চভিঃ। বিলে বতোরুক্রমান্ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দর্দ্দুরিকেব সূত। ন যোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ ॥ ৩৬ ॥

কুক্কুরাদিতুল্য তাহার পরিকরগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়াও সেই পুরুষ পশু অর্থাৎ যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখজনকে স্তব করে, তাহারা তো পশু বটেই